যুগান্তর

পরীক্ষার ফল বাতিলের সুপারিশ

হয়রানিমূলক হবে কিনা ভেবে দেখুন

প্রকাশ : ১৪ মার্চ ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

সম্পাদকীয়

ইতিপূর্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় যাচাই-বাছাই কমিটির পক্ষ থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষার একটি বিষয়ের প্রশ্ন পুরোপুরি এবং বাকিগুলোর প্রশ্ন আংশিক ফাঁস হওয়ার কথা স্বীকার করে বলা হয়েছিল, তারা পুরোপুরি ফাঁস হওয়া বিষয়ের পরীক্ষা বাতিলের সুপারিশ করবেন।

সেসময় পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত কতটা যৌক্তিক এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য সব শিক্ষার্থী-অভিভাবক দায়ী না হলেও পরীক্ষা বাতিলের মধ্য দিয়ে ঢালাওভাবে কেন সবাইকে শাস্তি ও ভোগান্তির সম্মুখীন করা হবে, এ প্রশ্ন উঠেছিল।

পরবর্তী সময়ে কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে গঠিত সাত সদস্যের কমিটি তিন পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে চারটি সুপারিশসহ যে পর্যবেক্ষণ দিয়েছিলেন, সেখানে পরীক্ষা বাতিলের পরিবর্তে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে যেসব শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের ফলাফল বাতিল এবং শাস্তির কথা বলা হয়েছিল। এবার প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়ে গঠিত মন্ত্রণালয়ের কমিটির ৮ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে চারটি সুপারিশ করা হয়েছে।

এগুলো হল- এক. ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে যেসব শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে তাদের ফলাফল বাতিল করা। দুই. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে প্রশ্নপত্র নেয়ার দায়ে যারা বহিষ্কৃত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেয়া। তিন. ফাঁসের অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং তাদের সঙ্গে যেসব পরীক্ষার্থীর যোগাযোগ ছিল তাদের চিহ্নিত করে ফল বাতিলসহ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া। চার. প্রশ্ন ফাঁসের কারণে কোনো পরীক্ষা বাতিল না করা।

জানা গেছে, এবারের এসএসসি পরীক্ষায় ফাঁস হওয়া প্রশ্নের সুবিধাভোগী অন্তত ৫০ হাজার শিক্ষার্থী নজরদারিতে রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের ব্যাপারে নানাভাবে খোঁজখবর নিচ্ছে। উত্থাপিত অভিযোগ সঠিক হলে এসব শিক্ষার্থীর ফল বাতিল করা হবে। প্রশ্ন হল, পরীক্ষার ফল বাতিল কি প্রশ্ন ফাঁস সমস্যার যৌক্তিক কোনো সমাধান? বস্তুত এ ধরনের সিদ্ধান্ত হয়রানিমূলক হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।

এ প্রক্রিয়ায় নিরপরাধ কোনো পরীক্ষার্থী যদি শাস্তি পায়, তাহলে তার দায় কে নেবে? পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভাষ্য হল, এবারের এসএসসির যে প্রশ্নপত্র তারা অনলাইনে পেয়েছেন, পরীক্ষা নেয়া প্রশ্নের সঙ্গে তার হুবহু মিল রয়েছে।

কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে জাতীয় পর্যায়ের একটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হুবহু ফাঁসের ঘটনা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। প্রশ্ন ফাঁসকারী চক্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ অপরাপর ওয়েবসাইটে নিশ্চয়ই প্রশ্নপত্র ফাঁস করতে সক্ষম হতো না, যদি এক্ষেত্রে পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের যোগসাজশ না থাকত।

বস্তুত স্কুল, কলেজ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এটাই প্রমাণ করে- এজন্য দায়ী প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে শুরু করে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে নেতৃত্ব ও সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের অভাব, কর্তব্যে অবহেলা এবং নৈতিকতার অবক্ষয়। কাজেই সমস্যাটির সমাধান করতে হলে যে কোনো মূল্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করতে হবে। আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হলে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ হবে বলে মনে করি আমরা।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৮৪১৯২১১-৫, রিপোর্টিং : ৮৪১৯২২৮, বিজ্ঞাপন : ৮৪১৯২১৬, ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৭, সার্কুলেশন : ৮৪১৯২২৯। ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৮, ৮৪১৯২১৯, ৮৪১৯২২০

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।